তারিখঃ ২৭ মার্চ ২০১৭

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
জাতীয় সম্মেলন "ক্লিনিকাল লিগ্যাল এডুকেশন"

আজ ২৭ মার্চ, ২০১৭ বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এবং সিএলএস প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত "ক্লিনিকাল লিগ্যাল এডুকেশন" শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠিত হয় নবাব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ রহমত উল্লাহ, ডীন, আইন অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তার স্বাগত বক্তব্যতে বলেন, "শিক্ষার্থীরা ল ক্লিনিকের মাধ্যমে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের সাথে সাথে আইনের ব্যাবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাবার সুযোগ পাচ্ছে। ল ক্লিনিকের কার্যক্রমগুলি পাঠ্যক্রমের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা তা নিয়েও ভাবতে হবে"।

জেরোম সেয়ার, টিম লিডার, কমিনিউটি লিগ্যাল সার্ভিস, ব্লাস্ট সিএলএস-এর সফল একটি পার্টনার হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, "আমরা ঐতিহ্যগত সালিস ব্যবস্থার পরিবর্তে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে সমর্থন করি। ২০১২ সালের এক গবেষনা কার্যে দেখা যায় যে, ৮০ ভাগ মামলা কোর্টের বাইরেই নিষ্পত্তি হচ্ছে। এই নিস্পত্তির গুনগত নিশ্চিত করবার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

মোস্ড়ফা জামিল, উপ-পরিচালক, ব্লাস্ট 'ল' ক্লিনিক নিয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন যেখান ল ক্লিনিকের গঠন, উদ্দেশ্য এবং সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। শিরিন লিরা,ক্যাপাসিটি বিল্ডিং স্পেশালিস্ট, কমিনিউটি লিগ্যাল সার্ভিস তার বক্তব্যে বলেন যে,''ল' ক্লিনিক সমূহের মাধ্যমে আইনের শিক্ষার্থীরা সমাজের প্রান্তিক জন গোষ্ঠীর সাধারণ মানুষদের সাহায্য করতে পারছে।"

ডঃ মিজানুর রহমান, প্রফেসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন সভপতি তার বক্তব্যে বলেন, "মুট কোর্ট এবং মক ট্রায়ালের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং আমাদের ল ক্লিনিকগুলিতে মুট কোর্টের চেয়ে মক ট্রায়াল বেশি আয়োজন করা উচিত কারণ মুট কোর্টের কেসগুলি বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক সমস্যার উপরে থাকে যেখানে দেশের ইস্যুগুলি গুরুত্ব পায় না।"

মোহাম্মদ সহুল হাসান,সাবেক নির্বাচন কমিশনার বলেন, "মক ট্রায়াল গুলি আরো বেশি অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার ছাত্রদের বাস্ড়বিক অভিজ্ঞতা প্রদান করার জন্য, তাহলেই ক্লিনিকাল লিগ্যাল এডুকেশন সফল হবে।"

আলোচনার তৃতীয় পর্বে, ডঃ রফিকুল ইসলাম,সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তার সামাজিক-আইনি গবেষনার প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বলেন, "সরকারি কিছু উদ্যোগের পরেও হিজড়াদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। সুপারিশমালায় তিনি হিজড়াদের অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন।"

কে এম সাজ্জাদ মোহাসিন, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, আইন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বলেন, "এই গবেষণার ফলাফল ভবিষ্যতে হিজড়াদের অধিকারের জন্য আইন প্রণয়ন করবার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।"

ডঃ মেঘনা গুহঠাকুরতা, নির্বাহী পরিচালক, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের সদস্য বলেন, "হিজড়াদের উপর এই গবেষণা হিজড়াদের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের আইনী কাঠামোর মাঝেই সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য করণীয় কাজগুলি গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। গবেষণার মাধ্যমে এই সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করে আদালতে গিয়ে অধিকার বঞ্চিত মানুষের অধিকার করতে হবে।"

আলোচনার চতুর্থ পর্বে, প্রফেসর একরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বলেন, "ক্লিনিকের শিক্ষক তৈরি করে ক্লিনিকগুলি আরো কার্যকর করতে হবে।"

ব্লাস্টের অনারারী নির্বাহী পরিচালক ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, ল ক্লিনিকের কাজের সফলতা রয়েছে এবং কার্যক্রমে আরো অনেক কিছু সংযোজনের সুযোগ আছে। নতুন প্রজন্মের সবাই জনস্বার্থ মামলার প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সামাজিক সমতার ধারণাগুলি প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। আমি আশা করছি যে ভবিষ্যতে জনস্বার্থ মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রমগুলোতে আইন কমিশন এবং মানবাধিকার কমিশনের সহায়তা পাওয়া যাবে"।

আলোচনার পঞ্চম পর্বে, নির্মল কুমার সাহা, সহযোগী অধ্যাপক, উপদেষ্টা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ল ক্লিনিক, ব্লাস্ট-এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ল ক্লিনিক সাধারণ মানুষকে তাদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে সক্ষম হয়েছে তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে।

প্রফেসর ডঃ এম হাসিবুল আলম প্রধান, উপদেষ্টা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ল ক্লিনিক, বলেন, "২০০৫ সাল থেকে আমি বণ্ডাস্টর সাথে জড়িত। পূর্বে ল ক্লিনিকের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে গেলে অনেক বাধা-বিপত্তির মুখে পরতে হতো, কিন্তু এখন মানুষ সচেতন হয়েছে। তিনি আরো বলেন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রমের মাধ্যমে ল ক্লিনিক তার শিক্ষানবীশ এবং ছাত্রদের মাঝে প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা প্রদান করে থাকে।"

ল' ক্লিনিক সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন সাবেক বিশ্ববিদ্যালয় ল ক্লিনিকের ছাত্রী পুনম চক্রবর্তী , রোমানা আফরোজ , ইফতেকার শাহরিয়ার ,রাগিব মাহতাব প্রমূখ।

জহিরুল ইসলাম খান, সভাপতি, মানবাধিকার এবং আইন সহায়তা কমিটি, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, বলেন, "জনস্বার্থ মামলায় কাজ করতে গিয়ে আমি দেখেছি কানসাটের ঘটনা, সেখানে আমি ৭১-র পর বিজয় দেখেছি।"

বিচারপতি নিজামুল হক, সাবেক বিচারপতি, আপিল বিভাগ, সুপ্রিম কোর্ট বলেন, "আইনজীবিদের মানসিকতা হবে, যখন খবর আসে কোথাও অন্যায় হচ্ছে তখন তাকেই এগিয়ে আসতে হবে। ঘরে বসে চেম্বার প্রাক্টিস করলে জনস্বার্থে মামলা করার আইনজীবী বের হবে না। জনস্বার্থে মামলা করার প্রশিক্ষন দেয়া হচ্ছে, কিন্তু সেভাবে জনস্বার্থে মামলা করার আইনজীবী পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ছাত্ররা অধিকার বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হবে।

ডঃ কামাল হোসেন, জ্যেষ্ঠ আইনজীবি, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং চেয়ারম্যান, ব্লাস্ট, বলেন, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এই কনফারেন্সে এসেছেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। আইনজীবিদের মুল ভূমিকা হচ্ছে নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সহায়তা প্রদান করা, তা প্রদানে ব্লাস্ট সচেষ্ট। যদি আইনজীবীদের শুধু ধনী লোকদের সেবা দেয়ার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের সেবা দেয়ার মনোভাব থাকতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, আইনের ছাত্রদের আইন সহায়তার কথা মনে রাখতে হবে, মনে রাখতে হবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের তাদের পাশে দাঁড়ানোর কথা।

উক্ত সম্মেলনটি সভাপতিত্ব করেন ড: কামাল হোসেন, সিনিয়র এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং চেয়ারম্যান, ব্লাস্ট।সম্মেলনটি সঞ্চালনা করেন, ডঃ বোরহান উদ্দিন খান, চেয়ারম্যান,আইন অনুষদ ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম খান, চেয়ারম্যান, মানবাধিকার এবং আইনি সহায়তা কমিটি, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল; মাননীয় বিচারপতি নিজামুল হক, প্রাক্তন বিচারপতি, আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট; জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রফেসর ড: মিজানুর রহমান; ড: মেঘনা গুহঠাকুরতা, নির্বাহী পরিচালক, রিব এবং মানবাধিকার কমিশনের সদস্য ;জেরোম সেয়ার, টিম লিডার, কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিসেস প্রোগ্রাম; অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ একরামুল হক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্মল কুমার

সাহা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ রফিকুল ইসলাম,জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কে এম সাজ্জাদ মোহাসিন এবং এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ। এই সম্মেলনে গবেষক, মানবাধিকারকর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রেক্ষাপট: ব্লাস্ট এর উদ্দ্যোগে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয় ল' ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ল' ক্লিনিক গুলোর কার্যক্রম যুক্তরাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিসেস প্রকল্পের অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। বাংলাদেশের আইনি শিক্ষা ব্যবস্থায় 'ল' ক্লিনিক একটি নতুন ও সৃজনশীল কর্মসূচি যা একই সাথে আইনের শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে আইনি অভিজ্ঞতা প্রদান, শিক্ষার্থীদের সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ ও বিচারপ্রার্থীদের আইনি পরিসেবা প্রদান করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ল' ক্লিনিকগুলি সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সম্মানীত অধ্যাপকবৃন্দের তত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রো-বোনো সেবা প্রদান করে বা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছে। ক্লিনিকের সহায়তায় আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা সাধারনত প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অধিকার বিষয়ক গবেষণায় সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ ও মুটকোর্ট/মক ট্রায়ালে অংশগ্রহন, আদালত/থানা/ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার/ব্লাস্টের বিভিন্ন ইউনিট কার্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রায়োগিক জ্ঞান লাভ ও দক্ষতা অর্জন করে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
মাহবুবা আক্তার
উপ- পরিচালক (এডভোকেসী এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
মোবাইল নং: ০১৭৭৬০৬০১১৩
ইমেইল: mahbuba@blast.org.bd